দৈনিক সংবাদ
তারিখ ...17 APR 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের রাজনীতি প্রসঙ্গে

গত ১৬ই জানুয়ারি ১৯৯৭ তারিখে সংবাদে প্রকাশিত শাওয়াল খান-এর "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ হলের ছাত্রীদের রাজনীতি'' নামক নিবন্ধটির জন্য ধন্যবাদ। তিনি উক্ত নিবন্ধে লিখেছেন। 'কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্নে কোন ছাত্রী ছিল না। ছাত্রী ভর্তি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বেশ কয়েক বছর পর।' এ তথ্য ঠিক নয়।

ওম্যান রেভুলিউশন্যারিজ ইন বেঙ্গল/ তীর্থা মন্ডলের বইতে দেখা যায় যে, ১৯২১-২৩ সেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র ছাত্রী ভর্তি হন লীলা নাগ। তিনি এম,এ ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। প্রথম অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার নিয়ম ছিল না। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সহশিক্ষা ইত্যাদি তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা অনুযায়ী নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লীলা নাগকে ভর্তি করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু লীলা নাগ দমবার পাত্রী ছিলেন না। তার অদম্য সাহস, দৃঢ় মনোবল ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগের জন্য উপাচার্য হার্টস (প্রথম উপাচার্য) ভর্তির অনুমতি দেন এবং সেই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা শুরু হয়। ১৯২৩ সালে তিনি এম, এ পাস করেন।

সুষমা সেন সুপ্তা নামে একজন ছাত্রী লীলা নাগের পর পর বি,এ অনার্স ক্লাসে ভর্তি হন। তৎকালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বছরে তারা কেবল দু'জন ছাত্রী ছিলেন। ক্লাস না থাকলে তারা দু'জন একটি ক্লাস রুমে (খালি অবস্থায়) অবসর সময় কাটাতেন। ক্লাস শুরুর সময় শিক্ষকগণ তাদের ডেকে নিয়ে ক্লাসে যেতেন।

লীলা নাগই সর্ব প্রথম একটি বিপ্লবী মহিলা সংগঠন দীপালী সংঘ (১৯২৩) ১২ জন সুশিক্ষিত মহিলাকে নিয়ে ঢাকায় কাজ শুরু করেন। মহিলাদের সকল প্রকার উন্নয়ন ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (দীপালী স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির এবং শিখা ভবন) অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে তোলেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল মহিলাদের অন্যতম। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে নিজের যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হননি। তিনি বিদ্যোৎসাহী মহিলাদের নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করেছেন। অদম্য জ্ঞানস্পৃহা নিয়ে তিনি জ্ঞানার্জন করেই ক্ষান্ত হননি– তা বিলিয়ে দিয়েছেন সর্বজনের জন্য।

দীপালী সংঘের শাখাগুলোতে শিক্ষার প্রসার, শরীরচর্চা, কারিগরী প্রশিক্ষণ, দেশপ্রেম এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী পুরুষের বৈষম্য করা সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হতো।

১৯২৪ সালে তিনি বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘে যোগদান করেন। তিনি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে দীপালী সংঘ থেকে বিপ্লবী কাজের জন্য শ্রীসংঘে মহিলা নির্বাচন করতেন। ১৯৩০ সালে তার স্বামী, শ্রীসংঘের প্রধান অনিল রায় গ্রেফতারের পর তিনি শ্রীসংঘের প্রধান হন।

১৩৩৮ (১৯৩৬) বৈশাখ মাসে তিনি দীপালী সংঘের মাসিক মুখপত্র জয়শ্রী প্রকাশ করেন। এই মহিয়সী মহিলা ১৯০০ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। জীবনের বেশীরভাগ সময় তিনি এদেশের মানুষের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। কিন্তু এদেশে তার সম্পর্কে কিছুই হয়নি বরং সবাই তাকে ভুলতে বসেছে। তার গড়া 'নারী শিক্ষা মন্দির' স্কুলটি এখন (১৯৭০) ভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে। যাতে তার কোন চিহ্ন না থাকে। এ কি সম্ভব?

সৈয়দ সাইফুল্লাহ
এ-৩৪, মালঞ্চ আ/এ,
সাভার, ঢাকা।